দৈনিক ইনকিলাব

062

তারিখ ... 13 AUG 1986 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ।

উপজেলা পরিক্রমা

আটঘরিয়া

॥ মোঃ রাজা আলী ॥

জেলা সদর পাবনার সবচেয়ে নিকটবর্তী উপজেলা আটঘরিয়া। জনশ্রুতি, দু'শ' বছর আগে আটঘর জনবসতির স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক নামানুসারেই এই উপজেলার নাম "আটঘরিয়া" রাখা হয়। ৭২ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এ উপজেলার লোকসংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ৫শ' ৫১ জন। এর মধ্যে ৫৩ হাজার ৬শ' ৪০ জন পুরুষ এবং ৫০ হাজার ৫শ' ১১জন মহিলা। এ উপজেলায় ৫টি ইউনিয়নে ১০৪টি গ্রাম রয়েছে। বর্তমানে এই উপজেলায় নানাবিধ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। সমস্যার মধ্যে স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ, টেলিফোন, ডাকঘর, বিদ্যুৎ, হাট-বাজার, কুটির শিল্প, আবাসিক সমস্যা প্রধান।

স্বাস্থ্য

এখানে ১টি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, পশু চিকিৎসালয় ১টি ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। ৩১ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওষুধ সরবরাহ অত্যন্ত কম। অধিকাংশ সময়ে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হয়। এছাড়া এম্বুলেন্সের সমস্যা রয়েছে।

কৃষি

এই উপজেলায় কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১২ হাজার ৫শ' ৩৩ জন। আবাদী জমির পরিমাণ ৩৪ হাজার ৩শ' ১০ একর। এর মধ্যে সেচের আওতায় রয়েছে ১৭ হাজার ৫শ' একর। কৃষি পণ্যের মধ্যে রয়েছে উচ্চ ফলনশীল ধান, পাট, গম, সরিষা ও আখ। আধুনিক চাষাবাদ, সেচ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বছর শত শত একর জমির ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া সার ও কীটনাশকের তীব্র সংকট রয়েছে।

শিক্ষা

এ উপজেলায় শিক্ষার হার শতকরা ১৬ জন। এখানে ১টি কলেজ, ৮টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি জুনিয়র হাই স্কুল, ৫টি মাদ্রাসা ও ৪২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বিদ্যালয়গুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক কম, ভবনগুলো সংস্কারবিহীন। এছাড়া বেঞ্চ, চেয়ার ও টেবিলের সমস্যা রয়েছে।

যোগাযোগ

এ উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জেলা সদরে একটি মাত্র ৭ মাইল দীর্ঘ পাকা সড়ক পথ আছে। দীর্ঘ দিন সংস্কার না করার ফলে বিভিন্ন জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে যানবাহন চলাচলে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপজেলার অভ্যন্তরে ২৪০ মাইল কাঁচা পথ বর্ষা মওসুমে জনসাধারণের কোন উপকারে আসে না। এ ছাড়া উপজেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী লক্ষীপুর-মুলাডুলির ১৬ মাইল দীর্ঘ সড়কটি বারবার প্রতিশ্রুতির পরও বাস্তবায়ন হয়নি।

টেলিফোন

এখানে একটি টেলিফোন একচেঞ্জ রয়েছে। ডায়ালিং পদ্ধতি না থাকায় গ্রাহকদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। লোক্যাল এবং দেশের যে কোন জায়গায় একচেঞ্জের মাধ্যমে কথা বলতে হয়। অথচ ডায়ালিং পদ্ধতি থাকলে অন্ততঃ লোক্যাল কলে এত কষ্ট ভোগ করতে হতো না।

ডাকঘর

এখানে ৭টি ডাকঘর রয়েছে। অফিসে প্রয়োজনের তুলনায় স্টাফ এবং পিয়ন কম। যে কারণে চিঠি-পত্র বিলি করতে বিলম্ব হয়। এছাড়া স্টাফদের অসতর্কতার জন্য এক পোস্ট অফিসের চিঠি আরেক পোস্ট অফিসে চলে যায় বলে জানা গেছে।

বিদ্যুৎ

এ উপজেলায় অধিকাংশ ইউনিয়নেই বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা এখনও হয়নি। তাছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন এলাকাগুলোতেও নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ না হওয়ায় এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

হাট-বাজার

এ উপজেলায় ১২টি হাট-বাজার রয়েছে। সুষ্ঠু যোগাযোগের ব্যবস্থা এবং হাটগুলো সংস্কার ও সম্প্রসারণ না করার ফলে হাটুরেদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বর্ষা মওসুমে হাট-বাজারগুলো কাদা ও নর্দমায় পরিণত হয়।

কুটির শিল্প

এখানে দুইটি কুটির শিল্প সংস্থা রয়েছে। প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সরবরাহ না থাকায় কাজের কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। এখানে বাঁশ, বেত ও দরজী শিল্প চালু রয়েছে। দরজী বিভাগে প্রয়োজনের তুলনায় মেশিন কম হওয়ায় তেমন কোন উন্নতি সাধন হচ্ছে না। এছাড়া প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা খুবই কম এবং সংস্থার ভবন সংকট রয়েছে।

আবাসিক সমস্যা

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে আটঘরিয়া উপজেলায় উন্নীত হবার পর এখানে আবাসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। সরকারী চাকরিজীবীদের প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী বাসা অনেক কম। বেসরকারী বাসাভাড়ার প্রচলন এই উপজেলায় খুব একটা না থাকায় চাকরিজীবীদের বিপাকে পড়তে হচ্ছে।